ধারাবাহিক রচনা

দেশ নিয়ে কতকথা-১

জসিম মলিক

১.

কানাডায় যখন প্রথম আসি তখন দেশে গেলে অনেকেই জানতে চাইত কেমন লাগছে বিদেশ! প্রথম কয়েক বছর এই প্রশ্নটি অনেকবার শুনতে হয়েছে! এ রকম একটি প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর আমার কাছে ছিলনা। আমি তখন খুব কৌশলী হতাম। বলতাম এই তো! বা নিরুত্তর থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতাম। যারা বিদেশকে স্বর্গ মনে করে, বিশেষকরে আমেরিকা কানাডাকে তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হোক এরকম কিছু বলা অনুচিত বলে আমি মনে করতাম। অবশ্য অনেকেই 'সব পেয়েছির দেশে' এসে লম্ফ ঝম্ফ যে করছে না তা না। তারা নিশ্চয়ই এমন অনেক কিছু পেয়েছে যা আগে কখনও পায়নি! এখন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বিদেশ কেমন লাগছে তবে আগের মতো কৌশলী উত্তর না দিয়ে আমি নির্দ্বিধায় বলব, 'লাইফ ইজ বোরিং!'। কিন্তু আজকাল আর কেউ এই প্রশ্নটি করে না। এখন বরং দেশ থেকে ঘুরে এলে অনেকেই যে প্রশ্নটি করে সেটি হচ্ছে, দেশে কেমন লাগল বা দেশের কি অবস্থা!

প্রথম যখন কানাডা আসি তখন বেশ কিছুদিন দেশের প্রত্রিকায় কানাডা নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছি। অনেকে জানতে চাইত কানাডা দেশটা কেমন, কিভাবে এদেশে আসা যায় বা ইমিগ্রেশনের নিয়ম কানুনগুলো কী। আত্মীয় স্বজনরা কৌতুহলী হয়ে অনেক বিষয় জানতে চাইত। আমরা বিদেশ নিয়ে অনেক গাল গল্প করি। যাদের কখনও এদেশে আসার সম্ভাবনা নেই তাদেরকেই আমরা বেশি আষাঢ়ে গল্প শুনাতে পছন্দ করি। তারাও ভাবে আহা না জানি কেমন দেশ! তাদের ধারনা ওসব দেশে টাকার ছড়া ছড়ি। এত টাকা দিয়ে আমরা কী করব! আবার সব কিছু খুলে না বললে ভাবে, অন্য কেউ যেনো না যায় সেজন্যই বলতে চায়না। তারাই শুধু আরাম আয়েশে থাকতে চায়! কানাডায় স্থায়ীভাবে আসার আগে যে ইউরোপ আমেরিকা আসিনি তা না। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। আজকাল অনেক কিছু বদলে গেছে। হাইটেকের যুগে পৃথিবী এখন গোবাল ভিলেজ। অনেক বিষয়ই অনেকে জানে। এমনকি আমাদের চেয়ে কম জানেনা দেশের মানুষ।

২.

যাইহোক 'দেশের কি অবস্থা' এই নিয়ে গাল গল্প করা যাক। বাংলাদেশ থেকে যারা ঘুরে আসে তাদের কাছে প্রধান আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিদ্যুৎ। কথায় কথায় আরে ভাই আর বইলেন না, কারেন্ট থাকে না, রাত্রে ঘুমাতে পারি না। এই যায় এই আসে। কখন যাবে আর কখন আসবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। আগেতো একঘন্টা করে লোডশেডিং দিতো এখন দুই ঘন্টা। কোথাও কোথাও কারেন্ট থাকাটাই আশ্চর্যের! সেদিন এক বন্ধু বলল, দেশে গিয়ে তার স্ত্রী গিয়েছিল মার্কেটে। কারেন্ট না থাকায় গরমে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সে এক হুলুস্থুল অবস্থা নাকি হয়েছিল। বিদ্যুৎ পরিস্থিতির এই অবস্থায় অনেক আইপিএস কোম্পানী গড়ে উঠেছে রাতারাতি। কিন্তু আইপিএস চার্জ করার মতো বিদ্যুৎও পাওয়া যায় না। আমার আর এক বন্ধু বলল, দেশে যেয়ে তার নাকি প্রচুর সিঁড়ি বাইতে হয়েছে। কারনটা কি? কারন হচ্ছে এলিভেটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়! আরে ভাই ভিতরে আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো নাকি! আমার নিজেরই একবার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতালের পাঁচতলা থেকে এলিভেটরে নামছি। ভিতরে ছিলেন আর এক মহিলা। বিদ্যুৎ চলে যায় হঠাৎ! ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধপাস করে এলিভেটর থেমে যায়। মহিলা ভয়ে চিৎকার করে উঠে। আমি তাকে সান্তনা দিতে দিতেই জেনেরেটর চালু হয়ে যায়।

আমি একদিন আমার এক বন্ধুকে নিয়ে গিয়েছিলাম রাইফেল স্কোয়ার মার্কেটে ডিভিডি কিনতে। গিয়ে দেখি মার্কেট বন্ধ। ঘটনাটাকি! ঘটনা হচ্ছে ঢাকার মার্কেটগুলোকে জোন হিসাবে ভাগ করে দেয়া হেয়েছে। একেকদিন একেক জোনের মার্কেট বন্ধ থাকবে। সেদিন মার্কেট খোলার কথা দুইটায়। এখন কী করি! আমরা গেলাম পাশেই ডমিনাসে (এটা হচ্ছে Dominous, Domino's না)। খাবার অর্ডার করছি এমন সময় কারেন্ট চলে গেলো। প্রচন্ড গরমে বসা যাচ্ছিল না। বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও নাই। আমরা অর্ডার ক্যান্সেল করতে বলাম। কিন্তু আমাদের বলল, ক্যান্সেলতো করা যাবে না। আমি বললাম কেনো? ওয়েটার বলল, নিয়ম নাই। অগত্যা আমাদের খাবার ছাড়াই সেদিন বিল মিটিয়ে আসতে হয়েছিল। ডমিনাসের উপরের তালায় গিয়ে দেখলাম খুপড়ি খুপড়ি রুম, সেখানে অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা জড়াজাড়ি করে আছে আর গাজার ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। বাংলাদেশের তরুন প্রজন্মের ড্রাগ নেওয়া এখন মোটামুটি ফ্যাশনে পরিনত হয়েছে। আর এই সমস্ত ফুড হাউজগুলো তরুনদের বিপদগামী করতে সহায়তা করছে।

৩.

বিদ্যুৎ থাকেনা বলে পানির সাপাই নেই। গুলশান, বারিধারার মতো এলাকার মানুষরাও নিয়মিত পানি পায় না। গোসল করতে পারেনা। গ্যাসের অভাবে ভোর রাতে অনেক এলাকার মানুষদের রান্না বান্না করতে হয়। গ্যাস সংকটের কারনে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। যাচ্ছে।

সিএনজি চালিত গাড়িগুলো গ্যাস পায়না। একদিন আমরা গ্যাস নিতে যেয়ে কয়েক ঘন্টা বসে থাকলাম, কারন বিদ্যুৎ নাই বলে সিএনজি পাম্প চলছে না! আহা হাসিনা খালেদা যদি বুঝত যে বিদ্যুৎ, পানি বা গ্যাস না থাকলে মানুষের কত কষ্ট!

মানুষের দ্বিতীয় আলোচনা হচ্ছে ট্রাফিক জ্যাম। এটাও যদি হাসিনা খালেদা বুঝতে পারত যে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তার মধ্যে বসে থাকা কত যন্ত্রনার! হাসিনার সরকার অনেক ভাল ভাল কাজ করছে ঠিকই কিন্তু তার সমস্ত অর্জন মুছে যাচ্ছে এইসব ব্যর্থতার কারনে। এয়ারপোর্টের নাম পরিবর্তন বা খালেদা জিয়াকে ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করলে হাসনিার কি এমন লাভ হবে! বরং তার সরকার যে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার করতে পেরেছে বা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সম্মুখিন করতে যাচ্ছে এসব নিয়ে তার জনমত শক্ত করা উচিত। আইন শৃঙ্খলার উন্নতি, অপ্রতিরোধ্য ছাত্রলীগের তান্ডব থেকে জাতিকে বাঁচনো তার বড় দ্বায়িত্ব। (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto

২৫ এপ্রিল ২০১০